ইস্‌লাহে বেহেস্তী জেওর
(আকায়েদ খন্ড)

প্রথম অধ্যায়ঃ

বিদ্‌আত প্রসঙ্গ ঃ

বেহেস্তী জেওর ঃ

اللہ ورسول نے دین کی سب باتیں قران اور حدیث میں بندوں کو بتادیں- اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہی- ایسی نئ بات کو بدعت کہتے ہیں- بدعت بہت بڑا گناہ ہے -

অর্থঃ "আল্লাহ্ ও রাসুল দ্বীনের যাবতীয় কথা কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর ধর্মে নূতন কোন কথা যোগ করা বা আবিষ্কার করা দূরস্ত নয়। এমন সব নূতন কথাকে বিদ্‌আত বলা হয়। বিদ্‌আত অনেক বড় গুনাহের কাজ"।

www.sunnibarta.com

সংশোধন ঃ

ধর্মের সহায়ক হিসাবে যেসব ব্যবস্থা পরবর্তীকালে ইসলামে সংযোজিত হয়েছে– ঐগুলোকে বিদ্‌আত বলা ঠিক নয় এবং ঐগুলোকে কবিরা গুনাহ্ বলাও গলদ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলামায়ে কেরামের মতামতেরও খেলাফ। বিদ্‌আতের এই অর্থ (থানবীর) করা হলে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি অনেক সাহাবী, ইমাম ও ওলামায়ে কেরামকে বিদ্‌আতী ও গুনাহ্‌গার বলতে হবে (নাউজুবিল্লাহ)। স্বয়ং থানবী সাহেব ও বিদ্‌আতী হওয়া থেকে রেহাই পাবেন না। ইসলাম ধর্মে এমন কিছু আমল ও কাজ আছে, যেগুলোর কথা কোরআন ও হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই। সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাবেঈন কিংবা ইমাম ও বুজুর্গানে দ্বীন ঐগুলো সংযোজন করেছেন– ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে। ঐসব আবিষ্কারের দ্বারা দ্বীন ও ধর্মের উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে এবং মুসলমানদের জীবনে অতীতে উপকার সাধিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সাধিত হবে। উদাহরণস্বরূপঃ রাসুল-পরবর্তী যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক কোরআন মজিদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করণ, হযরত ওমর ফারুক

www.sunnibarta.com

(রাঃ) কর্তৃক বিশ রাকআত বিশিষ্ট তারাবিহ নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করার প্রচলন, হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক পবিত্র কোরআন শরীফ পারা, সুরা ও রুকু দ্বারা বিন্যস্ত করণ, জুমার প্রথম আযান প্রবর্তন, হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক ইল্‌মে নাহু ও ইলমে সারফ প্রবর্তন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া কর্তৃক ৮৬ হিজরীতে কোরআন মজিদে প্রথমবারের মত ই'রাব ও হরকত সংযোজন এবং ওয়াক্‌ফ বা বিরতি চিহ্ন সংযোজন, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) কর্তৃক ৯৯ হিজরীতে হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ, আরও পরবর্তী যুগে হাদীস ও ফেকাহ্‌ গ্রন্থাদি প্রণয়ন, আরও পরে ইলমে কালাম, ইলমে মুনাজারা প্রণয়ন, তা'লীম ও বিদ্যা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা ও প্রয়োজনীয় উপকরন নির্মাণ-ইত্যাদি। থানবী সাহেবের বিদ্‌আতের সংজ্ঞা অনুযায়ী উল্লেখিত সবগুলোই হারাম, বিদ্‌আত ও শক্ত গুনাহের কাজ হয়ে যাবে। আমরা যে হরকত ও নুক্‌তাবিশিষ্ট কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করছি– উহা কি রাসুল বা সাহাবী কর্তৃক হয়েছে? যে সুরতে জামাআতের সাথে বিশ রাকআত তারাবীহ্‌ নামাজ বর্তমানে পড়া হচ্ছে– তা কি রাসুলের যুগে ছিল? জুম্‌আর দুই আযান কি রাসুল কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল বা কোরআনের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল? ইলমে নাহু কি রাসুলের যুগে ছিল? সিহাহ্‌ সিত্তার কিতাব কি রাসুলের যুগে ছিল? উপরের কোনটিই কোরআন বা হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়। ইজ্‌মা ও কিয়াসের মাধ্যমেই কোরআন ও হাদীসের আলোকে এগুলো করা হয়েছে। এগুলো সবাই মেনে চল্‌ছে। এমন কি থানবী সাহেব নিজেও। অথচ বেহেস্তী জেওরের সংজ্ঞা হিসাবে এগুলো বিদ্‌আত এবং বড় গুনাহের কাজ। (নাউজুবিল্লাহ)

www.sunnibarta.com

অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে কোরআন মজিদকে স্বর্ণ ও রৌপ্য রংয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। ফকিহগণ অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। ইসলামী আইন সাজিয়ে তৈরী করা না হলে কত যে সমস্যা হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আকায়েদ সংক্রান্ত ইলমে কালাম ও ইলমে মোনাজারার পৃথক কিতাব রচনা করা না হলে ইহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক ইসলামের উপর বিভিন্ন অপবাদের জবাব সরাসরি কোরআন হাদীস থেকে দেয়া সম্ভব হতোনা। আর্য্য সমাজ, খৃষ্টান পাদ্রী, রাফেজী, খারেজী, ওহাবী, প্রকৃতিবাদী, কাদিয়ানী, মউদূদী, ইত্যাদি বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগে কিতাব রচিত না হলে সরলমনা মুসলমানগণ তাদের ফাঁদে পড়ে বেদ্বীন, মুশরিক ও কাফের হয়ে যেতো। সরাইখানা, মুসাফির খানা, পুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তরীকতের খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা পরবর্তী যুগেরই আবিষ্কার। ওয়াজ মাহফিল ও জিকিরের মাহফিল আয়োজন করা, লোকদেরকে একত্রিত করার জন্য দিন তারিখ নির্ধারন করা, মসজিদ সমূহের সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারুকার্য করা– ইত্যাদি কোরআন ও হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই। থানবী সাহেবের বেহেস্তী জেওরের ফতোয়া অনুযায়ী এগুলো বিদ্‌আত ও গুনাহের কাজ এবং এগুলোর আবিষ্কারকগণও মস্ত বড় গুনাহ্‌গার। তাহলে থানবী সাহেবের নিজস্ব লিখিত কিতাব সমূহের অবস্থা কি দাঁড়াবে? তাঁর ওয়াজের মজলিশের কি হুকুম হবে? তাঁর নিজের অবস্থাই বা কি হবে? নিশ্চয়ই গুনাহ্‌গার এবং জাহান্নামের উপযুক্ত (?)

www.sunnibarta.com

উপরোক্ত প্রমাণ ও উদাহরণের মাধ্যমে প্রমানিত হলো যে, ধর্মে প্রবর্তিত প্রত্যেক নূতন জিনিষ বিদ্‌আত ও গুনাহ্‌ নয়। বরং ঐ সব কাজ বিদ্‌আত ও গুনাহ্‌, যেগুলো শরীয়তের দ্বারা সমর্থিত নয় এবং যেগুলো শরীয়তের পরিপন্থী কিংবা শরীয়তের নীতিমালার বহির্ভূত। যুগের সাথে বিদ্‌আতের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জমানায়ও যদি কেউ খেলাফে শরাহ কোন কাজ করে, তবে তাকেও বিদ্‌আত বলা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এভাবেই বিদ্‌আতের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেননা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا -(اِبْنُ مَاجَهْ)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রবর্তন করবে, সে ব্যক্তি উক্ত কাজের পুরস্কার তো পাবেই বরং উক্ত কাজের আমলকারীগণের সমান সওয়াবও পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের প্রবর্তন করবে, তার গুনাহ এবং আমলকারীগণের গুনাহ্‌ও তার উপর বর্তাবে- ইবনে মাজা।

এ হাদীসে নবী করিম (দঃ) উত্তম রীতিনীতি প্রবর্তনকারীর জন্য সুসংবাদ এবং খারাপ রীতিনীতি প্রবর্তনকারীর জন্য দুঃসংবাদের কথা ঘোষণা করেছেন। হাজার বছর পরে হোক– কিংবা আগে হোক-ভাল ভালই এবং খারাপ খারাপই হবে। এতে যুগের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং রাসুলের যুগের পরের কাজকে বিদ্‌আত বলা হলে উপরে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হবে।

শরীয়ত যে সব জিনিসকে ভাল বলেছে- লোকেরা সেগুলোকে খারাপ বললে কিংবা শরীয়ত যেসব জিনিসকে খারাপ বলেছে– সেগুলোকে লোকেরা ভাল মনে করলে -এমন কাজ প্রবর্তন করা নিশ্চয়ই বিদ্‌আত ও গোমরাহী। হাদিস শরীফে এমন কাজকেই বিদ্‌আত, গুনাহ ও গোমরাহী বলা হয়েছে। এমন কাজের প্রবর্তককে বিদ্‌আতী গোমরাহ ও গুনাহ্‌গার বলা যাবে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত বলে আখ্যায়িত করা যাবে। অধিকন্তু যে সব লোক এই নূতন কথার আবিষ্কারকের (আশ্রাফ আলী) কথার উপর আমল করবে ও মানবে তারাই বিদ্‌আতী হবে এবং গুনাহ্‌গার বলে সাব্যস্থ হবে।

বিদ্‌আতের সংজ্ঞা আল্লামা আইনী এভাবে দিয়েছেন ঃ

اِنْ كَانَتْ تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ قَبِيْحَةٌ (عَيْنِىْ شَرْحِ بُخَارِىْ)

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ বিদ্‌আত বা নব প্রবর্তিত নিয়ম পদ্ধতি-যদি শরীয়ত সম্মত উত্তম কাজের পর্যায়ভূক্ত হয়, তা হলে তাকে বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদ্‌আত বলা হয়। আর যদি তা শরীয়ত বিরোধী খারাপ কাজের পর্যায়ভূক্ত হয়, তাহলে তাকে বিদ্‌আতে সাইয়েআ বলা হয় (আইনী)। বিদ্‌আত পাঁচ প্রকার। যথা-- ওয়াজিব, মোস্তাহাব, মোবাহ, মকরুহ ও হারাম।

ইমাম ইজজুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম সীরাতে শামী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

تُعْرَضُ الْبِدْعَةُ عَلَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ فَاِذَا دَخَلَ فِى الْاِيْجَابِ فَهِىَ وَاجِبَةٌ اَوْ فِىْ قَوَاعِدِ التَّحْرِيْمِ فَهِىَ مُحَرَّمَةٌ اَوِ الْمَنْدُوْبِ فَمَنْدُوْبَةٌ اَوِ الْمَكْرُوْهِ فَمَكْرُوْهَةٌ اَوِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ -

অর্থ ঃ বিদ্‌আতকে শরীয়তের নীতিমালার খাপে যাচাই করতে হবে। যদি তা শরীয়তের ওয়াজিবের নীতিমালার অধীন হয়, তা হলে বিদ্‌আতে ওয়াজিবা হবে। (যেমন ঃ ইলমে নাহু, ইলমে ফিকাহ, ইলমে কালাম ইত্যাদি)। আর যদি তা শরীয়তের হারামের নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে বিদ্‌আতে হারাম হবে। (যেমন ঃ বাতিল পন্থী ও বাতিল আকিদা)। আর যদি তা মোস্তাহাব নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে বিদ্‌আতে মোস্তাহাব হবে। (যেমন ঃ মিলাদের কেয়াম)। আর যদি শরীয়তের মক্‌রুহ নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে ঐ নূতন কাজটি বিদ্‌আতে মকরুহ রূপে গণ্য হবে। (যেমন ঃ কারোও মতে মসজিদে নকসা করা)। আর যদি ঐ নূতন কাজটি শরীয়তের মোবাহ নীতিমালার অধীন হয়, তাহলে বিদ্‌আতে মোবাহ্ হবে। (যেমন ঃ উত্তম খানা পিনা ও পোষাক)।

বিদ্‌আতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করে শেখ আবদুল হক মেহাদ্দেস দেহ্‌লভী (রহঃ) মিশকাত শরীফের শরাহ আশিআতুল লোমআত গ্রন্থে লিখেন ঃ

بدانکه ہرچیز پیدا شود بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدعت ست و انچه موافق اصول وقواعد سنت ست وقیاس کرده شده است برآں آنرا بدعت حسنه گویند وانچه مخالف آں باشد بدعت ضلاله خوانند - کلیه "کل بدعة ضلالة" محمول بریں ست - وبعض بدعتہا ست که واجب ست

www.sunnibarta.com

چنانکه تعلیم وتعلم صرف و نحو که بداں معرفت آیات واحادیث گردد - وحفظ غرائب کتاب ودیگر چیزہا که حفظ دین وملت براں موقوف بود - وبعض مستحسن ومستحب مثل بناء رباطها ومدرسها - وبعض مکروه مانند نقش ونگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض - وبعض مباح مثل فراخی درطعامهائے لذیذه ولباسهاے مفاخره بشرطیکه حلال باشند وباعث طغیانی وتکبر ومفاخرت نشوند ومباحات دیگرکه در زمان آنحضرت صلے الله وسلم نبود - چنانکه بیری وغربال ومانند آں - وبعض حرام چنانکه مذاهب اہل بدع وہوا برخلاف اهل سنت وجماعت- وانچه خلفاے راشدین کرده باشند اگر چه بآں معنی که در زمان آنحضرت صلی الله علیه وسلم نبود بدعت ست لیکن از قسم بدعت حسنه خواہد بود - بلکه در حقیقت سنت است زیرا که آنحضرت صلی الله تعالی علیه وسلم فرموده اند ہرشما لازم گیرید سنت مرا وسنت خلفاء راشدین را رضوان الله تعالی علیهم اجمعین انتهے ا-

অর্থ ঃ জেনে রাখো, যে কাজ বা জিনিস পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরে প্রবর্তিত হয়েছে, তাকেই বিদআত বলা হয়। কিন্তু যে কাজ সুন্নাতের কাওয়ায়েদ ও নীতিমালা অনুযায়ী হবে এবং ঐ নীতিমালার উপর কিয়াস করে করা হবে, সে

www.sunnibarta.com

কাজকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। আর যে সব কাজ সুন্নাতের নীতিমালার পরিপন্থী হবে, তাকে বিদআতে দালালা বা সাইয়েআ বলা হয়। নবী করিম (দঃ) এর বানী-- "কুল্লু বিদআতিন দালালাতুন" সকল বিদ্‌আত-ই গোমরাহী- এই নীতিবাক্যটি দ্বিতীয় প্রকারের বিদআতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য- প্রথম প্রকারের বেলায় নয়। কোন কোন বিদআত এমন আছে যে, ঐ গুলো ওয়াজিব পর্যায়ভুক্ত। যেমন ঃ নাহু সরফের শিক্ষা দান করা ও শিক্ষা গ্রহন করা ওয়াজিব। কেননা নাহু সরফের মাধ্যমেই কোরআন ও হাদীসের সঠিক অর্থ বের করা যায় এবং আল্লাহর কিতাবের অতি সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও অন্যান্য জিনিসের ব্যাখ্যা সংরক্ষন করা যায়- যে গুলোর উপর দ্বীন ও মিল্লাতের হেফাজত নির্ভরশীল। আবার কোন কোন বিদ্‌আত মোস্তাহ্‌সান ও মোস্তাহাব। যেমন ঃ খানকা ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা মোস্তাহাব। কোন কোন বিদ্‌আত মাক্‌রুহ্‌। যেমন ঃ কারও কারও মতে মসজিদ ও কোরআন মজিদে নকশা করা মাকরুহ। কোন কোন বিদ্‌আত শুধু মোবাহ বা বৈধ। যেমন ঃ উত্তম খানা ও উত্তম পোষাকের প্রাচুর্যতা। তবে শর্ত হলো- হালাল হওয়া চাই এবং অহংকার-গৌরব ইত্যাদি বর্জিত হওয়া চাই। এমন সব অন্যান্য মোবাহ- যেগুলো নবী করিম (দঃ) এর যুগে ছিলনা সেগুলোও বিদ্‌আতে মোবাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ পোলাও বিরয়ানী। কোন কোন বিদ্‌আত হারাম। যেমনঃ বিদ্‌আতী ফের্কার আকায়েদসমূহ যা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের পরিপন্থী। (যেমন রাসুলের নূর, ইলমে গায়ব, হাজির নাজির, শাফায়াত, নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া অস্বীকার করা ইত্যাদি -লেখক)। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত কাজসমূহ যা নবী করিম (দঃ) এর যুগে ছিলনা- সেগুলোও শাব্দিক অর্থে বিদ্‌আতের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু বিদ্‌আতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্‌আতে হাসানা মূলতঃ সুন্নাতেরই অংশ। কেননা নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত সুন্নাতকে তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁক্‌ড়িয়ে ধরবে।" (মিশকাত)।

(এই হাদীসে হুজুর (দঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রবর্তিত কাজকে সুন্নাত বলেছেন-যদিও তা নামে বিদ্‌আতের অন্তর্ভূক্ত)। শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) কর্তৃক বিদ্‌আতের এই সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিন্যাস স্মরণ রাখার যোগ্য। কেননা ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমগণ " কুল্লু বিদ্‌আতিন দালালাতুন" হাদীস খানার অপব্যাখ্যা করে নব প্রবর্তিত প্রত্যেক কাজকেই বিদ্‌আতে সাইয়েয়াহ্‌ বলে তাকে হারাম ঘোষণা করে এবং আমলকারীকে গুনাহ্‌গার, দোজখী, বিদ্বআতী ইত্যাদি বলে গালাগাল দিয়ে থাকে। জনগণকে তারা উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা করেই ধোঁকা দিয়ে থাকে। শেখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যাই সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। ওহাবীরা ধোকাবাজ। তারা "মান্‌ ছান্না ছুন্নাতান্‌ হাছানাতান্‌" হাদীসকে গোপন করে।

বিঃ দ্রঃ বিদআত দুই ধরনের। যথাঃ (১) হাসানা বা উত্তম (২) সাইয়েয়াহ বা মন্দ। কোন্‌ কোন্‌ বিদআত গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌ কোন্‌ বিদআত পরিত্যাজ্য-সে সম্পর্কে হাদীস শরীফে পরিষ্কারভাবে নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

www.sunnibarta.com

গ্রহণযোগ্য বিদআত সম্পর্কে হাদীস ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً فِى الْاِسْلَامِ فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ (مُسْلِمٌ)

অর্থ ঃ নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম পন্থা উদ্ভাবন করবে, সে উদ্ভাবনের প্রতিদান তো পাবেই ঃ উপরন্তু তার অনুসরণে যারা ঐ কাজ করবে, তাদের সমান সওয়াবও সে পাবে। কিন্তু অনুসরণকারীগণের সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কমবে না। (মুসলিম শরীফ) কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সমর্থিত উক্ত নূতন প্রথা হতে হবে।

مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ (اَلْحَدِيْثُ)

অর্থ ঃ মুসলমান সর্বসাধারণ যে কাজকে সতঃস্ফূর্তভাবে ভাল জ্ঞান করে, তা আল্লাহর নিকটও ভাল (আল হাদীস)

সুতরাং কোরান সুন্নাহর আলোকে পরে সংযোজিত ও মুসলমানগণ কর্তৃক উত্তম বিবেচিত কাজ বিদ্‌আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

পরিত্যাজ্য বিদআত সম্পর্কে হাদীসঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ - كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (اَلْحَدِيْثُ)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মের মধ্যে এমন কাজ প্রচলন করবে যা উহাতে নেই, তা বাতিল"। "প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত অসমর্থিত কাজই বিদআত এবং প্রত্যেক অসমর্থিত বিদআত গোমরাহী"।

কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী সকল নূতন কাজই পরিত্যাজ্য বিদআত এবং এই হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়। শেখ দেহ্‌লভীর বর্ণিত সুত্রটি স্মরণ রাখতে হবে।

www.sunnibarta.com